দৈনিক ইত্তেফাক

৫।

তারিখ 14 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 7 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

সংসদের চলতি অধিবেশনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সংক্রান্ত বিল আনা হইবেনা

। হাসান শাহরিয়ার ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রশ্নে সরকারী পর্যায়ে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় জাতীয় সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে এই মর্মে কোন বিল উত্থাপনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই বহুল আলোচিত বিলের ব্যাপারে ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ দুই ধরনের মত পোষণ করিতেছেন। কাহারো কাহারো ধারণা, আইন করিয়া ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভব নয় এবং এই ধরনের কোন আইন পাস করিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অপরদিকে, অন্যরা মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি যেভাবে সশস্ত্র ও হিংসাত্মক রূপ নিতেছে সে পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে ধ্বংসাত্মক রাজনীতি বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার পক্ষপাতী। সংসদে বিষয়টি আলোচনার জন্য তিনি ইতিমধ্যে সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। সম্প্রতি এই প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারেও তিনি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রশ্নে তাঁহার ইচ্ছার

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃঃ পর)

কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কোন অবস্থাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে 'বোমা তৈরীর কারখানায়' পরিণত হইতে দিতে পারেন না।

সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ঘোষণা করিতে পারেন, একথা জানার পর ছাত্র ও রাজনৈতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গত ৬ই জানুয়ারী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন শিক্ষা ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইহার বিরোধিতা করিয়া তাহারা সরকারের নিকট স্মারকলিপিও পেশ করে। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াও ইহার সমালোচনা করিয়াছেন।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আগামী ২৪শে জানুয়ারী শুরু হইতেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঐদিন সকাল ১০টায় সংসদে ভাষণ দিবেন। উহার পর অধিবেশন দিন-তিনেকের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হইবে এবং পরে প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় সংসদ সচিবালয় এখন পর্যন্ত নূতন কোন বিলের নোটিস পায় নাই। তবে কয়েকটি অর্ডিন্যান্সের সংশোধনীর নোটিস পাইয়াছে। একটি সূত্র জানায়, সংসদ সদস্যদের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত একটি বিল এবারের অধিবেশনে উত্থাপন করা হইবে।

মে মাসে নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় জুলাই মাসে ও দ্বিতীয় অধিবেশন নভেম্বর মাসে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোট ও জামাতে ইসলামী দুইটি অধিবেশনই বয়কট করে। তবে মুসলিম লীগ ও জাসদ সিরাজ প্রথম অধিবেশন বয়কট করিলেও দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করে। নভেম্বরের ১০ তারিখে সংসদের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহাতে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী গৃহীত হয়। উহার ফলে সাড়ে ৪ বছরের সামরিক শাসনামলের কার্যাবলী বৈধ করা হয় এবং সামরিক আইনের সমাপ্তি ঘটে।

সবকয়টি বিরোধী দলই এবারের অধিবেশনে যোগদান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের বৈঠক আগামী ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে।